প্রকাশকের নিবেদন

বাংলা ভাষার উচ্চারণ সুনির্দিষ্ট নয়, বানানানুগ নয়। বাংলা বর্ণমালায় সংস্কৃতের প্রভাব, অথচ উচ্চারণে প্রাকৃতের প্রভাব। সেই কারণে বাংলা ভাষার উচ্চারণ লাতিন, ইতালীয়, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার মতো সুনির্দিষ্ট এবং অব্যতিক্রমী নয়। বাংলা ভাষার উচ্চারণ তাই শিখে বুঝে নিতে হয়। কখনো-কখনো উচ্চারণ নিয়ে সংশয় হয় বাঙালিরও। আর বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা নয় তাঁদের তো কথাই নেই।

'সংসদ বাংলা উচ্চারণ অভিধান' প্রথম পূর্ণাঙ্গ অভিধান যাতে উচ্চারণ দেখাবার জন্য International Phonetic Alphabet (IPA) ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি আছে বাংলা ভাষাতেও উচ্চারণ-নির্দেশ। এ ছাড়া প্রতিটি শব্দের বাংলায় ও ইংরেজিতে অর্থও দেখানো হয়েছে। বাঙালি-অবাঙালি নির্বিশেষ সকল পাঠকই এতে উপকৃত হবেন এই আশা করি।

প্রথম সংস্করণের তুলনায় এই পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণে শব্দসংখ্যা প্রায় ২৫ শতাংশ বেড়েছে। আশা করা যায় এই সংস্করণও প্রথম সংস্করণের মতোই সমাদৃত হবে।

জুলাই ২০০৩ দেবজ্যোতি দত্ত

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সংসদ বাংলা উচ্চারণ অভিধানের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল প্রথম প্রকাশের বারো বছর পরে। এই সংস্করণে বাংলা উচ্চারণের এবং উচ্চারণের সংকেতে অল্পকিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। আমরা লক্ষ করেছি যে, নানা কারণে বাংলা ভাষার মান্য উচ্চারণে আচারিক বা ফরমাল উচ্চারণের প্রভাব বেশি করে এসে পড়ছে। ফলে তাকে উপেক্ষা করা সংগত হবে না বলে মনে হয়েছে আমাদের। অনেক বছর আগে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মুহম্মদ আবদুল হাই লক্ষ করেছিলেন যে রেফযুক্ত শব্দে রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জনটির একটা আংশিক দ্বিত্ব আসে। প্রথম সংস্করণে আমরাও সেই আংশিক দ্বিত্ব দেখিয়েছিলাম। কিন্তু ক্রমশ বানানের প্রভাবে সেই দ্বিত্ব ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে বাঙালির উচ্চারণে। এই সংস্করণে সেই আংশিক দ্বিত্ব বর্জন করা হয়েছে। মনোসিলেবিক বা একাক্ষর শব্দের স্বরধ্বনি সবসময়ই দীর্ঘ হয়। তবু সেই দীর্ঘ চিহ্ন [ː] এখানে বর্জিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপিতে কিছু সংস্কার হয়েছে ১৯৮৯ সালে। আমরাও এখানে সেই আন্তর্জাতিক সংস্কার মেনে নিয়েছি। চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ ছিল যথাক্রমে cʃ cʃh ɟʒ ɟʒɦ ṭ ṭh ḍ ḍɦ. এখন হয়েছে c ch ɟ ɟɦ ʈ ʈh ɖ ɖɦ. পাঠককে এগুলো বিশেষভাবে লক্ষ করতে অনুরোধ করি।

আরও একটি চিহ্ন এই সংস্করণে বাদ দেওয়া হয়েছে। সেটি হল হ্রস্ব ও [ŏ]।

গ্রন্থপঞ্জি রয়েছে অভিধানের শেষে।

এই সংস্করণের কাজে বিশেষ শ্রম স্বীকার করেছেন সাহিত্য সংসদের কর্মী শ্রীপার্থ ঘোষ। তাঁর কর্মতৎপরতা আমার পরিশ্রম অনেকখানি লাঘব করেছে।

জুলাই ২০০৩ সুভাষ ভট্টাচার্য

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এই অভিধানে আদর্শ বা মান্য কথ্য বাংলার (standard colloquial Bengali) উচ্চারণের অভিধান। স্বভাবতই কথ্য বাংলার মান্য উচ্চারণ নির্দেশ বা বিবৃত করাই এই অভিধানের উদ্দেশ্য। সাধারণভাবে ফরমাল বা আনুষ্ঠানিক বা পরিশীলিত উচ্চারণ দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। স্ট্যান্ডার্ড বা মান্য উচ্চারণ বলতে বুঝি মোটামুটি শিক্ষিত বাঙালির সাধারণ কথোপকথনে ব্যবহৃত আঞ্চলিকতামুক্ত উচ্চারণকে। অন্যদিকে, সকলেই জানেন যে আবৃত্তিতে, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ভাষণে কিংবা নাটকের সংলাপে এক ধরনের পরিশীলিত উচ্চারণ শোনা যায়। এই পরিশীলিত উচ্চারণকে বলতে পারি ফরমাল বা আনুষ্ঠানিক উচ্চারণ। বহুক্ষেত্রেই আমাদের স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণ থেকে এই পরিশীলিত উচ্চারণ আলাদা। সম্প্রতি কিছু কিছু শব্দের মান্য বা স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণের পাশাপাশি ফরমাল বা পরিশীলিত উচ্চারণও প্রচলিত হয়ে গেছে। সেসব ক্ষেত্রে আমরা অভিধানে দুই উচ্চারণই রেখেছি। পদ্ম শব্দের অনুনাসিকতা মান্য উচ্চারণে খুবই ক্ষীণ, প্রায় অশ্রুত—পদ্‌দো। কিন্তু পরিশীলিত উচ্চারণ—পদ্‌দোঁ। এক্ষেত্রে আমরা দুই উচ্চারণই বিবৃত করেছি। কিন্তু যেখানে ফরমাল বা পরিশীলিত উচ্চারণ যথেষ্ট প্রচলিত নয়, এবং তা মান্য উচ্চারণের বিকল্প বা প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠেনি, সেখানে আমরা কেবল মান্য উচ্চারণই রেখেছি। আবার কিছু শব্দের মান্য উচ্চারণেও বিভিন্নতা আছে। সেসব ক্ষেত্রেও আমরা বিকল্প উচ্চারণ রেখেছি।

মান্য উচ্চারণ প্রায়ই বানানকে অনুসরণ করে না, প্রায়ই তা অর্থকেও অনুসরণ করে না। মান্য উচ্চারণে প্রধানত ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রবণতাই ক্রিয়াশীল। অনন্ত শব্দের বানানানুগ বা অর্থানুসারী উচ্চারণ হওয়া উচিত অনন্‌ত বা অনন্‌তো। কিন্তু এর কোনোটিই বাঙালির স্বাভাবিক উচ্চারণ নয়। বাঙালির স্বাভাবিক মান্য উচ্চারণ অনোন্‌তো। এর অবশ্য একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক কারণ আছে। প্রথম সিলেবলে ঝোঁক পড়ার জন্য দ্বিতীয় সিলেবলের নিহিত (inherent) অ ধ্বনি ও ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেহেতু এই অভিধানের নীতি বর্ণনামূলক (descriptive) তাই এখানে সাধারণভাবে বানানানুগ উচ্চারণ (spelling pronunciation) বিবৃত হয়নি। তবে, যেখানে ফরমাল উচ্চারণের মতো বানাননুগ উচ্চারণও প্রচলিত হয়ে গেছে সেখানে সেই উচ্চারণও বিকল্প হিসাবে দেখানো হয়েছে। লক্ষণীয় যে, প্রায়ই বানানানুগ উচ্চারণ ও ফরমাল উচ্চারণ অভিন্ন। লেজ শব্দের স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণ ল্যাজ্‌। কিন্তু বানানানুগ এবং ফরমাল উচ্চারণ লেজ্‌। দুই উচ্চারণই প্রচলিত। তাই এই অভিধানে দুই উচ্চারণই দেখানো হয়েছে। অনুরূপভাবে অশ্লীল শব্দের অস্‌ল্লিল্‌ এবং অশ্‌শ্লিল্‌ এই দুই উচ্চারণই দেখানো হয়েছে। আবার, উচ্ছৃঙ্খল শব্দের স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণ উস্‌শ্রিংখল্‌। আমরা এই উচ্চারণ দেখিয়েছি।

নানান কারণে ভুল উচ্চারণও প্রচলিত হয়ে যায়। এই অভিধানে যেহেতু বর্ণনামূলক নীতি গ্রহণ করা হয়েছে সেইজন্য ধ্বনিতত্ত্বের নিয়মে যে-উচ্চারণ ভুল তাও যদি প্রচলিত হয়ে যায় এবং স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণ হিসাবে গণ্য হয়, তবে সেই 'ভুল' উচ্চারণই দেখানো হবে, যেহেতু সেটিই স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণ। অণিমা শব্দের ধ্বনিতত্ত্ব-সংগত উচ্চারণ ওনিমা। কিন্তু আধুনিক বাংলায় স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেছে অনিমা। অনিমা শব্দের অ-কে

নঞর্থক উপসর্গ ধরে নেওয়ার জন্যই এই উচ্চারণ দাঁড়িয়েছে। আমরা অভিধানে ওই ভুল 'অনিমা' উচ্চারণই রেখেছি। আবার বলি, মান্য কথ্য বাংলায় শব্দ কীভাবে উচ্চারিত হয় সেটাই আমরা দেখাতে চাই। কীভাবে উচ্চারিত হওয়া উচিত তা দেখানো সাধারণভাবে এই অভিধানের উদ্দেশ্য নয়, যদিও এই উচ্চারণ বিবৃতির মধ্যেই একটা প্রচ্ছন্ন নির্দেশ বা prescription-এর ভাব থেকে যায়।

এই অভিধানে বাংলা হরফে এবং একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক চিহ্নে (International Phonetic Alphabet সংক্ষেপে IPA) উচ্চারণ দেখানো হয়েছে। বাংলা হরফে উচ্চারণ দেখানো হয়েছে সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য। কিন্তু বাংলায় উচ্চারণনির্দেশ নিখুঁত হতে পারে না। সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক চিহ্ন দেখলে সুবিধা হবে। কী সুবিধা হবে তা একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। বাংলায় খ ঘ ছ ঝ ঠ ঢ থ ধ ফ এই ধ্বনিগুলি শব্দের শেষে থাকলে মহাপ্রাণতা ক্ষীণ বা দুর্বল হয়ে যায়। কাঁধ শব্দের শেষে ধ্ যেন ধ্ নয়, একটু দুর্বল, যেন দ্ ও ধ্-এর মাঝামাঝি একট ধ্বনি। বাংলা হরফে এই মহাপ্রাণতার ক্ষীণতা ঠিকঠিক দেখানো যায় না। সেক্ষেত্রে ধ্বনিমূলক চিহ্ন দেখে প্রকৃত উচ্চারণ বুঝতে হবে। এই অভিধানে কাঁধ শব্দের উচ্চারণ এইভাবে দেখানো হয়েছে—কাঁধ কাঁধ্ [kã:d(ɦ)] প্রথম বন্ধনীতে থাকবে খণ্ডিত, অর্ধোচ্চারিত, ক্ষীণ ধ্বনি এবং বৈকল্পিক ধ্বনি।

এই প্রথম একটি বাংলা উচ্চারণ অভিধান রচিত হল যাতে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপি বা চিহ্ন (IPA) ব্যবহৃত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপিতে অনেক জটিলতা আছে। পাঠকের সুবিধার্থে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপির কিছুটা সরলীকৃত রূপ এই অভিধানে ব্যবহার করা হয়েছে। ধ্বনিমূলক চিহ্নের ব্যাখ্যা মূল অভিধান আরম্ভের আগেই দেওয়া হয়েছে।

এই অভিধান রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রীশঙ্খ ঘোষ, শ্রীপবিত্র সরকার এবং শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে যে পরামর্শ ও নির্দেশনা পেয়েছি তা না পেলে এই অভিধান রচনা করা সম্ভবই হত না।

অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীরমেন ভট্টাচার্য। সমস্ত রকমের অভিধান প্রকাশে সাহিত্য সংসদের যোগ্যতা, সুনাম ও মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। এই সংস্থা এই অভিধানটির প্রকাশে আগ্রহী হয়েছে বলেই এটি এইভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। তার জন্য শ্রীদেবজ্যোতি দত্ত ও শ্রীমতী চন্দনা দত্তের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের আগ্রহ ও নিষ্ঠার তুলনা নেই। মুদ্রণের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁরা ছিলেন সতর্ক ও যত্নশীল। সাহিত্য সংসদের অক্লান্ত কর্মী শ্রীগৌতম সরকারকেও এই সুযোগে আমার ধন্যবাদ জানাই।

কলকাতা
জানুয়ারি ১৯৯২

সুভাষ ভট্টাচার্য

বাংলা উচ্চারণের রূপরেখা

প্রত্যেক ভাষার উচ্চারণের কতকগুলি সাধারণ প্রবণতা থাকে। সেই প্রবণতাগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে সেই ভাষার উচ্চারণের চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ও অভ্রান্ত ধারণা সম্ভব নয়। বাংলা উচ্চারণ অভিধানে কয়েক হাজার শব্দের উচ্চারণ বিবৃত হয়েছে। অভিধান থেকে একটি শব্দের উচ্চারণ জেনে নেওয়া যায়। কিন্তু তাতে বাংলা উচ্চারণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র সম্পর্কে কিংবা প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা হয় না। অথচ বাঙালিই হোন আর অবাঙালিই হোন, উচ্চারণ অভিধানের সমস্ত ব্যবহারকারীর পক্ষেই বাংলা উচ্চারণের প্রধান লক্ষণগুলিকে চিনে নেওয়া একান্তই কর্তব্য। আমাদের বর্ণমালা এবং মুখের ভাষায় উচ্চারিত ধ্বনির মধ্যে সম্পূর্ণ মিল বা ঐক্য নেই। আমাদের স্বরবর্ণ এগারোটি অথচ আদর্শ কথ্য ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি আছে সাতটি। আমাদের মুখের ভাষায় অন্তত সতেরোটি যৌগিক স্বরধ্বনি বা diphthong আছে, অথচ বর্ণমালায় আছে মাত্র দুটি—ঐ, ঔ। আমাদের উচ্চারণে প্রচুর অর্ধস্বরের ব্যবহার আছে, অথচ বর্ণমালায় তার কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের ব্যঞ্জনবর্ণ আছে পঁয়ত্রিশটি, কিন্তু মুখের ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনি আছে ত্রিশটি। এছাড়া স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন তো আছেই। এখানে বাংলা উচ্চারণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে।

বাংলা স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি

১. বাংলা বর্ণমালায় এগারোটি স্বরবর্ণ আছে। প্রত্যেকটি বর্ণেরই উদ্ভাবন হয়েছিল এক-একটি ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আ, ই, উ এবং ও এই চারটি বর্ণ মোটামুটিভাবে যথাক্রমে [a], [i], [u] এবং [o] ধ্বনির যথার্থ প্রতিনিধি। এগুলির দ্বিতীয় কোনো উচ্চারণ নেই। কিন্তু অ ঋ এ ঈ এবং ঊ-র উচ্চারণ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা প্রযোজন। অ কখনো অ উচ্চারিত হয়, কখনো ও উচ্চারিত হয়। ঋ ব্যঞ্জবধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়, ঈ এবং ঊ নামে দীর্ঘ-ঈ ও দীর্ঘ-ঊ হলেও হ্রস্ব-ই এবং হ্রস্ব-উ-র মতো উচ্চারিত হয়।

অ একটি নিম্নমধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ ধ্বনি। এই জন্য তার পরে ই বা উ ধ্বনি থাকলে অর্থাৎ ঊর্ধ্ব ধ্বনি থাকলে অ ঊর্ধধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়—অর্থাৎ ও ধ্বনিতে পরিণত হয়। এইজন্যই পট = পট্, কিন্তু পটি = পোটি, মশা = মশা কিন্তু মসী = মোশি। একইভাবে পশু, কলু, বঁটি, নদী প্রভৃতি অজস্র শব্দের বানানে অ (অর্থাৎ প, ক, বঁ, ন) থাকলেও উচ্চারণে ও হয়। অবশ্য একটি-দুটি ব্যতিক্রমও আছে। শব্দের গোড়ায় অ যদি নঞর্থক উপসর্গ হয় তবে পরে ই বা উ ধ্বনি থাকলেও গোড়ার অ ও হয় না। যেমন অকুণ্ঠ, অটুট, অপুত্রক, অপূর্ব। দ্বিতীয়ত, আতিশয্যবাচক বা সহ অর্থে স-যুক্ত শব্দের স-য়ের নিহিত অ ধ্বনি ও হয় না, স শো হয় না। যেমন সচিত্র, সতীর্থ, সঠিক, সজীব। তৃতীয়ত, সৎ বা সদ্-যোগে গঠিত শব্দের নিহিত অ-ধ্বনিতে পরিণত হয় না। যেমন সদুত্তর, সদুপদেশ।

নিহিত (inherent) অ ধ্বনির পরে ক্ষ (ক্‌খ) থাকলে অ ধ্বনি ও ধ্বনিতে

পরিণত হয়। কক্ষ, পক্ষ, অক্ষ, দক্ষ প্রভৃতি শব্দে অ-য়ের পরে ঈ বা উ নেই বটে। তবু অ ও-ধ্বনিতে পরিণত হল ক্ষ অর্থাৎ ক্‌খ ধ্বনিগুচ্ছের প্রভাবে। শব্দের গোড়ায় র-ফলা-যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে সেই র-ফলা-যুক্ত ব্যঞ্জনের নিহিত অ-ধ্বনি ও ধ্বনিতে পরিণত হয়—গ্রহ, গ্রহণ, ক্রম, শ্রম, প্রথা, দ্রষ্টা, প্রথম। অবশ্য পরে য় থাকলে ও ধ্বনি হবে না—ক্রয়, ত্রয়।

২. আদর্শ কথ্য বাংলায় শব্দের শেষের নিহিত অ ধ্বনির লোপের একটা স্বাভাবিক ও সাধারণ প্রবণতা আছে। দাম, দমন, ফল, কমল, কলম, শ্রাবণ, শ্যাম, রাম প্রভৃতি শব্দের শেষের ব্যঞ্জনের সঙ্গে একটি করে নিহিত অ ধ্বনি ছিল। কিন্তু সেই অ ধ্বনিটি আমাদের উচ্চারণে লোপ পায়। আমরা এইরকম বহু শব্দকেই ব্যঞ্জনান্ত অর্থাৎ হলন্ত উচ্চারণ করি। এই প্রবণতার কথা সকলেই জানেন। কিন্তু এই নিয়মেরও কতগুলি ব্যতিক্রম আছে। সেগুলিরও উল্লেখ প্রয়োজন। প্রথমত, শেষ সিলেবলের আগে অনুস্বার থাকলে, সহজ করে বলতে গেলে, শেষ নিহিত অ-যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে অনুস্বার থাকলে শেষ অ-ধ্বনি লোপ পায় না—কংস হংস বংশ ত্রিংশ। দ্বিতীয়ত, ত বা ইত প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষ ত-য় স্বরধ্বনি লোপ পায় না। নিবারিত, নত, পুলকিত, গত, আগত, ব্যাখ্যাত, মথিত। তৃতীয়ত, শেষে হ বা য় (অনীয় বা ঈয়/এয়) থাকলে স্বরধ্বনি লোপ পায় না—পেয়, মদীয়, পানীয়, নমনীয়; দেহ, বহ, সহ, দাহ, কেহ, কলহ। এই ধরনের নিয়ম ও প্রবণতা আরও আছে। এখানে মাত্র কয়েকটিরই উল্লেখ করা হল।

৩. বাংলায় ঋ শব্দের গোড়ায় থাকলে তা রি উচ্চারিত হয়। র+ই এইভাবে ধরলে এই রি মোটেই স্বরধ্বনি নয়। আবার শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনির পরে ঋ-কার থাকলে আদর্শ কথ্য বাংলায় ব্যঞ্জনের একটা দ্বিত্বের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আকৃষ্ট = আক্‌ক্রিষটো, আদৃত = আদ্‌দ্রিতো। কোনো বাঙালিই কথোপকথনে অর্থাৎ সাধারণ আলাপে এগুলিকে আ-ক্রিষ্‌টো বা আ-দ্রিতো উচ্চারণ করেন না। তবে একথাও ঠিক যে পরিশীলিত উচ্চারণে অর্থাৎ ফরমাল, চেষ্টিত ও সচেতন উচ্চারণে ওই দ্বিত্ব এড়ানোর চেষ্টা হয়। আমরা স্বাভাবিকভাবে উপকৃত শব্দটিকে উপোক্‌ক্রিতো বললেও আবৃত্তিতে বা নাটকের সংলাপে কেউ কেউ উপোক্রিতো বলার পক্ষপাতী।

৪. বাংলা স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনির বিরোধের আর একটি বড়ো ক্ষেত্র হল এ। বহু শব্দ বানানে এ বা এ-কার হলেও উচ্চারণে অ্যা হয়। খেলা, চেলা, ভেড়া, একা, এগারো, বেড়া, এত, যেন, যেমন, লেজা, হেলাফেলা। কিছু বিদেশি, দেশি ও নবাগত শব্দ অবশ্য আজকাল অ্যা দিয়েই লেখা হচ্ছে। যেমন ন্যাতা, ন্যাকড়া, অ্যাসিড, জ্যাঠা, ক্যাবলা। কিন্তু এখনও অজস্র শব্দ আমাদের ভাষায় আছে যেগুলি বানানে এ বা এ-কার অথচ উচ্চারণে অ্যা। এক্ষেত্রে সমস্যার আংশিক সমাধান হতে পারে যদি এ উচ্চারণ এবং অ্যা উচ্চারণের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। সাধারণত শব্দের মধ্যের ও শেষের এ-কার অ্যা উচ্চারিত হয় না। দ্বিতীয়ত, যুক্ত ব্যঞ্জনের এ-কার সর্বত্রই এ উচ্চারিত হয়—শ্রেয়, প্রেম, ক্রেতা, দ্বেষ। বিশেষ্য বা বিশেষণের য় বা হ-এর পূর্ববর্তী এ-কার এ উচ্চারিত হয়—দেহ, গেহ, কেহ; দেয়, পেয়, গেয়। চতুর্থত, শব্দের দ্বিতীয় সিলেবলে ই বা উ ধ্বনি থাকলে প্রথম সিলেবলের এ বা এ-কার এ উচ্চারিত হয়। ফেন = ফ্যান্‌, কিন্তু ফেনিল = ফেনিল্‌, পেঁচানো = প্যাঁচানো, কিন্তু পেঁচিয়ে = পেঁচিয়ে।

৫. আদর্শ কথ্য বাংলায় অন্তত সতেরোটি যৌগিক স্বরধ্বনি বা diphthong আছে। ডিফথঙের বৈশিষ্ট্য এই যে তাতে একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি এবং একটি অর্ধস্বরধ্বনি থাকে। আয়, যাই, খাই, চায়, শুই প্রভৃতি শব্দে এই ডিফথং আছে। আয় = আয়্, যাই = যাই্, খাই = খাই্, চায় = চায়্, শুই = শুই্। লক্ষ করার বিষয় যে এই দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটি পূর্ণ নয়। তাই এগুলিকে ঠিক ঠিক দেখাতে গেলে একটি হস্-চিহ্ন চাই। ধ্বনিলিপিতে দেখানো হয় এইভাবে—aĕ, jaĭ, khaĭ, caĕ, ʃuĭ অনুরূপভাবে দাও = দাও্ [daŏ].

৬. স্বরধ্বনি প্রসঙ্গে শেষ বক্তব্য এই যে, যদিও আমরা জানি যে বাংলায় কোনো বিশেষ স্বরধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণ নেই, যেমন নেই ঈ বা ঊ এর, তথাপি মনে রাখতে হবে যে এক সিলেবলের শব্দে স্বরধ্বনি সব সময়ই দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। আম এবং আমি শব্দে আ একই মাত্রার নয়। আম শব্দের আ দীর্ঘ, তেমনই কুল শব্দের উ দীর্ঘ, এমনকী গঁদ শব্দের অঁ দীর্ঘ। এই দীর্ঘতা [:] চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়। আম = [a:m], কুল [ku:l], গঁদ = [gɔ̃:d]. এইভাবে দেখলে বাংলায় যেকোনো স্বরধ্বনিই দীর্ঘ উচ্চারিত হতে পারে, যদি সেই স্বরধ্বনি এক সিলেবলের শব্দের স্বরধ্বনি হয়। এই সংস্করণে সরলতার স্বার্থে আমরা এই দীর্ঘ স্বরচিহ্ন রাখিনি।

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ ও ব্যঞ্জনধ্বনি

১. আগেই বলা হয়েছে বাংলা বর্ণমালায় পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও ব্যঞ্জনধ্বনি আছে ত্রিশটি। ঞ-র কোনো নিজস্ব সুনির্দিষ্ট উচ্চারণ বাংলায় নেই। কখনো তার উচ্চারণ য়ঁ (মিঞা), কখনো তার উচ্চারণ ইয়ঁ (নঞর্থক), কখনো বা ন (বাঞ্ছা)। য বাংলায় জ উচ্চারিত হয়, মূর্ধন্য-ণ দন্তমূলীয় ন-য়ের মতো উচ্চারিত হয়। কয়েকটি সীমিত ক্ষেত্র ছাড়া মূর্ধন্য-ষ সাধারণভাবে শ উচ্চারিত হয়। য় বাংলায় একটি অর্ধস্বর বা semi-vowel হিসাবে বিবেচিত। বাকি ব্যঞ্জনবর্ণগুলির উচ্চারণ নিয়ে কোনো সংশয় বা অনিশ্চয়তা নেই, তাদের উচ্চারণে বিভিন্নতাও নেই। দন্ত্য-ন সম্পর্কে একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য প্রয়োজন। এটিকে দন্ত্য-ন বলাই যদিও দীর্ঘকালের রীতি, বাংলায় দন্ত্য-ন প্রকৃতপক্ষে দন্ত্য (dental) ধ্বনি নয়, এটি একটি দন্তমূলীয় (alveolar) ধ্বনি। এছাড়া দন্ত্য-স নামে দন্ত্য হলেও এর দুটি ধ্বনি আছে। একটি তালব্য শ-য়ের মতো—সময়, সব, সমান। অন্যটি দন্তমূলীয় ধ্বনি, যা পাওয়া যায় ত-বর্গের সঙ্গে যুক্ত হলে—কাস্তে, ন্যস্ত, বিস্তার, দিস্তা, স্বাস্থ্য। এছাড়া অন্য ব্যঞ্জনবর্ণগুলির উচ্চারণ মোটামুটি সুনির্দিষ্ট।

২. বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণের কিছু সমস্যা আছে যুক্তব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে। তাই ব্যঞ্জনের উচ্চারণ প্রসঙ্গে যুক্তব্যঞ্জন সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নেওয়া দরকার।

   ক. বাংলায় ক্ষ প্রকৃতপক্ষে একটি যুক্তব্যঞ্জন—ক্+ষ্। সংস্কৃতে এর ঠিক ওই রকম উচ্চারণই দস্তুর। কিন্তু বাংলায় ক্ষ-র দু-রকম উচ্চারণ পাই এবং সেই দুটি উচ্চারণই সংস্কৃত উচ্চারণের চেয়ে অনেক আলাদা। শব্দের গোড়ায় ক্ষ খ উচ্চারিত হয়—ক্ষয়, ক্ষমা, ক্ষরণ। শব্দের মধ্যে ক্খ উচ্চারিত হয়—অক্ষর, কক্ষ, বীক্ষণ।

   খ. জ্ঞ অর্থাৎ জ্+ঞ্ শব্দের গোড়ায় গ্ঁ উচ্চারিত হয়—জ্ঞান, জ্ঞাপন। শব্দের মধ্যে গ্ঁগ্ঁ উচ্চারিত হয়—বিজ্ঞান, সজ্ঞান।

গ. ব-ফলার একাধিক উচ্চারণ পাওয়া যায়। শব্দের গোড়ায় ব-ফলার কোনো উচ্চারণ নেই—শ্বাস, শ্বাপদ, দ্বাপর, দ্বিজ, দ্বার। শব্দের মধ্যে ব-ফলা ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটায়—বিদ্বান (বিদ্‌দান্‌), স্বত্ব (শৎতো)। ব-ফলাযুক্ত হ-এর উচ্চারণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আহ্বান (আওভান্‌), বিহ্বল (বিউভল্‌)। উদ্‌ উপসর্গ-যুক্ত শব্দে ব-ফলা ব উচ্চারিত হয়—উদ্বাস্তু, উদ্বুদ্ধ, উদ্বোধন।

ঘ. ম-ফলার তিনটি উচ্চারণ পাওয়া যায়। শব্দের গোড়ায় ম্‌ উচ্চারিত হয় না, তার পরিবর্তে একটা অনুনাসিকতা আসে—স্মিত (শিঁতো), স্মারক (শাঁরোক্‌)। শব্দের মধ্যে বা শেষে ম-ফলা থাকলে অনুনাসিকতা তো আসেই, উপরন্তু পরের ব্যঞ্জনটির দ্বিত্বও হয়—বিস্ময় (বিশ্‌শিঁয়্‌), রশ্মি (রোশ্‌শিঁ)। তৃতীয়ত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ম-উচ্চারিত হয়, আর তা হয় বলেই দ্বিত্ব বা অনুনাসিকতা কোনোটিই আসে না—কাশ্মীর, তন্ময়, মৃন্ময়, বাল্মীকি, জ্যোতিষ্মান, চক্ষুষ্মান প্রভৃতি।

ঙ. য-ফলার পাঁচরকম উচ্চারণ আদর্শ কথ্য বাংলায় লক্ষ করা যায়। (এক) পরে ব্যঞ্জনধ্বনি কিংবা অ, আ, ও ধ্বনি থাকলে শব্দের আদ্য য-ফলা অ্যা উচ্চারিত হয়—ব্যবহার, ব্যক্ত, ব্যস্ত; (দুই) পরে ই ধ্বনি থাকলে য-ফলা এ উচ্চারিত হয়—ব্যথিত, ব্যতিক্রম; (তিন) শব্দের শেষে বা মধ্যে ব্যঞ্জনে য-ফলা থাকলে ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব হয়—সদ্য, পদ্য, কল্য, গদ্য; (চার) শব্দের গোড়ায় য-ফলার সঙ্গে উ-কার, ঊকার বা ও-কার থাকলে য-ফলার উচ্চারণ হয় না—দ্যুতি, ন্যুব্জ, ব্যূহ, দ্যোতনা; (পাঁচ) শব্দের শেষে আ-কার-যুক্ত য-ফলা দ্বিত্ব+আ উচ্চারিত হয়। হত্যা = হোৎতা (হোৎত্যা নয়), বিদ্যা = বিদ্‌দা (বিদ্‌দ্যা নয়)।

চ. রেফ এবং র-ফলার বৈশিষ্ট্য এই যে শব্দের মধ্যে বা শেষে এরা ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটায়। গর্ব, দর্প, সর্ব প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ ঠিক গর্‌বো, দর্‌পো, শর্‌বো নয়। লিখতে হয় গর্‌ব্‌বো দর্‌প্‌পো শর্‌ব্‌বো। তবে প্রথম ব্যঞ্জনটি খণ্ডিত। অর্থাৎ দ্বিত্ব আংশিক। IPA-তে দেখাতে হলে হওয়া উচিত এইরকম—[gɔr(b)bo], [dɔr(p)po], [ʃɔr(b)bo].সম্প্রতি বাংলা উচ্চারণে বানানের প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। ফলে শিক্ষিত বাঙালি রেফযুক্ত ব্যঞ্জন একটু সতর্কতার সঙ্গে উচ্চারণ করছেন। আমরা তাই এই দ্বিত্ব দেখাইনি।

শব্দের মধ্যে ও শেষে র-ফলা সব সময়ই ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটায়। ছাত্র = ছাৎত্রো [chattro], বিশ্রাম = বিস্‌শ্রাম্‌ [bissram].

ছ. হ-য়ের সঙ্গে মূর্ধন্য-ণ, দন্ত্য-ন ও ম-ফলা যুক্ত হলে, উচ্চারণে হ পরে চলে যায়। অপরাহ্ণ = [ɔporannho], ব্রাহ্মণ = [brammhon]. হ-য় ব-ফলার উচ্চারণে হ ধ্বনি খণ্ডিত ও ধ্বনিতে পরিণত হয়। এবং ব-ধ্বনি ভ-ধ্বনিতে পরিণত হয়। আহ্বান = আওভান [aŏbhan], হ-য় য-ফলার উচ্চারণ জ্‌ঝ। সহ্য, বাহ্য, দাহ্য প্রভৃতির উচ্চারণ যথাক্রমে শোজ্‌ঝো, বাজ্‌ঝো, দাজ্‌ঝো।

৩. অনুনাসিকতা ও বিসর্গ

বাংলা ভাষায় অনুনাসিকতার একটি বিশেষ চরিত্র আছে। স্বরধ্বনির অনুনাসিকতা স্পষ্টই উচ্চারিত হয়। চাঁদ, কোঁচা, বাঁশি প্রভৃতি শব্দের অনুনাসিকতা খুবই স্পষ্ট। কিন্তু যুক্ত-ব্যঞ্জনে নাসিক্য ব্যঞ্জনের জন্য, বিশেষত ঞ-র জন্য বা ম-ফলার জন্য

যেখানে অনুনাসিকতা আসে, সেখানে অনুনাসিকতা কোথাও স্পষ্ট, কোথাও ক্ষীণ, আবার কোথাও বা সম্পূর্ণ অশ্রুত। স্মারক, বিস্ময় প্রভৃতি শব্দে অনুনাসিকতা বেশ স্পষ্ট। স্মরণীয়, স্মরণ, পদ্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি শব্দে অনুনাসিকতা ক্ষীণ; আবার লক্ষ্মী, সূক্ষ্ম প্রভৃতি শব্দে অনুনাসিকতা একেবারেই অশ্রুত।

বাংলায় বিসর্গের উচ্চারণ সম্পর্কে একটি কথাই স্মরণীয়। বিসর্গের উচ্চারণ নেই। কেবল তার প্রভাবে পরবর্তী ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব হয়। দুঃখ = দুক্‌খো, অধঃপাত = অধোপ্‌পাৎ।

৪. শেষ ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতা

শব্দের শেষের মহাপ্রাণ ধ্বনি যদি ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারিত হয়, তবে সেই মহাপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণতা লোপ পায় অথবা ক্ষীণ হয়ে যায়। কাঁধ, সাধ, বাঁধ, প্রভৃতি শব্দের ধ ধ্ উচ্চারিত হয় না, এদের প্রকৃত উচ্চারণ অনেকটা দ্ ও ধ্ এর মাঝামাঝি। ধ্বনিচিহ্নে দেখানো যেতে পারে এইভাবে—[kæ̃d(ɦ)], [ʃɑd(ɦ)], [bɑ̃d(ɦ)]. আবার, লক্ষ করার বিষয় যে, শেষ মহাপ্রাণিত ধ্বনিটি যদি স্বরান্ত উচ্চারিত হয় তবে মহাপ্রাণতা লোপ পায় না। সাধা শব্দের উচ্চারণ শাধা [ʃɑdhɑ]. এমনকী শব্দের মধ্যে একটি মহাপ্রাণিত ব্যঞ্জন ও পরবর্তী ব্যঞ্জনের মধ্যে কোনো স্বরধ্বনি না থাকলে মহাপ্রাণিত ব্যঞ্জনটির মহাপ্রাণতা লোপ পায় কিংবা ক্ষীণ হয়ে যায়। আছড়ানো, গাছপালা, সাঁঝবেলা প্রভৃতি শব্দে ছ ও ঝ এর মহাপ্রাণতা খুবই ক্ষীণ, প্রায় অশ্রুত।

৫. পাশাপাশি ব্যঞ্জনের পরিবর্তন

সবশেষে ব্যঞ্জনধ্বনির বহির্বর্তী সন্ধির উল্লেখ করতে হয়। বাক্যে একটি শব্দের শেষ ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে পরের শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনির সন্ধি কথ্য ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই সন্ধি প্রধানত দু-রকমের, সমস্থানজাত বা homorganic এবং ভিন্নস্থানজাত বা heterorganic. এক গ্রাস (অ্যাগ্‌গ্রাশ্), দিক গাল (দিগ্‌গাল্), হাত ধরা (হাদ্‌ধরা), পিঠ ঢাকা (পিড্‌ঢাকা), মেঘ করেছে (মেক্ কোরেছে) প্রভৃতি সমস্থানজাত সন্ধির দৃষ্টান্ত। আবার পাক দেওয়া (পাগ্ দেওআ), পাঁচ ভাই (পাঁজ্ ভাই), এক ঢোক (অ্যাগ্ ঢোক্) প্রভৃতি ভিন্নস্থানজাত সন্ধির উদাহরণ। উচ্চারণ অভিধানে সব সময় এইসব প্রবণতা নিখুঁতভাবে দেখানো যায় না। কিন্তু মান্য কথ্য বাংলার এইসব প্রবণতা উপেক্ষা কিংবা অস্বীকার করাও যায় না। তবে লক্ষণীয় যে, পরিশীলিত বা ফরমাল উচ্চারণে এই ধরনের ধ্বনিগত পরিবর্তন সতর্কভাবে এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা দেখা যায়।

অভিধানে ব্যবহৃত ধ্বনিচিহ্নের ব্যাখ্যা

ক. স্বরধ্বনি

ধ্বনিচিহ্ন	উচ্চারণের স্থান ও প্রকার	বাংলা ধ্বনি	উচ্চারণের স্থান ও প্রকার	বাংলা শব্দ	ধ্বনিলিপি	তুলনীয় ইংরেজি ধ্বনি
i	(high close front)	ই	(ঊর্ধ্বসংবৃত সম্মুখ)	দিন, দীন	[din]	i (fill)
ɑ	(low open central)	আ	(নিম্ন বিবৃত কেন্দ্রীয়)	বাসা	[bɑʃɑ]	a (father)
e	(high-mid half-close front)	এ	(ঊর্ধ্বমধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ)	মেদিনী	[medini]	e (pet)
o	(high-mid half-close back)	ও	(ঊর্ধ্বমধ্য অর্ধ-সংবৃত পশ্চাৎ)	ভোমরা	[bʱomrɑ]	
ɔ	(low-mid half-open back)	অ	(নিম্নমধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ)	বনানী	[bɔnɑni]	o (long)
æ	(low-mid half-open front)	অ্যা	(নিম্নমধ্য অর্ধ-বিবৃত সম্মুখ)	খেলা	[khælɑ]	a (bang)
u	(high close back)	উ	(ঊর্ধ্ব সংবৃত পশ্চাৎ)	পুকুর	[pukur]	oo (shook)

অর্ধস্বর ও হ্রস্বস্বর

ĭ	ই্	ভাই	[bʱaĭ]	ŏ	ও্	যাও, হাওয়া	[jɑŏ, ɦaŏɑ]
ĕ	য়্	খায়	[kʰɑĕ]	ŭ	উ্	ঝাউ	[jʱaŭ]

অনুনাসিক স্বরধ্বনি

ĩ	ইঁ	ইঁদুর, সিঁথি	[ĩdur, ʃĩthi]	ɔ̃	অঁ	গঁদ	[gɔ̃d]
ã	আঁ	কাঁদা	[kãdɑ]	æ̃	অ্যাঁ	প্যাঁচা	[pæ̃cɑ]
ẽ	এঁ	কেঁচো	[kẽco]	ũ	উঁ	ছুঁচো	[chũco]
õ	ওঁ	ভোঁদড়	[bɦõdoɽ]				

দ্বিস্বরধ্বনি (diphthongs)

স্ট্যান্ডার্ড কথ্য বাংলায় তেরোটি দ্বিস্বরধ্বনি পাওয়া যায়। দ্বিস্বরধ্বনির ধ্বনিগত মাত্রা ১$^{১}/_{২}$ প্রথমটি পূর্ণ স্বর এবং দ্বিতীয়টি অর্ধস্বর।

iĭ	ইই্	দিই, নিই	[diĭ, niĭ]	oĭ	ওই্	তৈল	[toĭlo]
iŭ	ইউ্	পিউ, শিউলি	[piŭ, ʃiŭli]	oĕ	ওয়্	শোয়	[ʃoĕ]
aĭ	আই্	খাই	[khaĭ]	oŏ	ওও্	ধোও	[dɦoŏ]
aĕ	আয়্	যায়	[ɟaĕ]	oŭ	ওউ্	নৌকা	[noŭka]
aŏ	আও্	দাও	[daŏ]	æĕ	অ্যায়্	দেয়	[dæĕ]
aŭ	আউ্	ঝাউ	[ɟɦaŭ]	æŏ	অ্যাও্	ম্যাও	[mæŏ]
eĭ	এই্	সেই	[ʃeĭ]	uĭ	উই্	শুই্	[ʃuĭ]
eŭ	এউ্	ঢেউ	[ɖɦeŭ]	ɔĕ	অয়্	ভয়	[bɦɔĕ]
ɔŏ	অও্	নও	[nɔŏ]				

খ. ব্যঞ্জনধ্বনির চিহ্ন

ওষ্ঠ্য (labial)	ধ্বনিচিহ্ন	বাংলা ধ্বনি	বাংলা শব্দ	ধ্বনিলিপি	তুলনীয় ইংরেজি ধ্বনি
অল্পপ্রাণ (unaspirated)	p	প্	পাকা	[pɑkɑ]	pen শব্দে p
মহাপ্রাণ (aspirated)	ph	ফ্	ফল	[phɔl]	haphazard শব্দে ph
অল্পপ্রাণ (unaspirated)	b	ব্	বালি	[bɑli]	back শব্দে b
মহাপ্রাণ (aspirated)	bɦ	ভ্	ভীরু	[bɦiru]	pub-house শব্দে b-h
নাসিক্য (nasal)	m	ম্	মানুষ	[mɑnuʃ]	man শব্দে m
দন্ত্য (dental)					
অল্পপ্রাণ (unaspirated)	t	ত্, ৎ	কাতলা	[kɑtlɑ]	তুলনীয় ধ্বনি নেই
মহাপ্রাণ (aspirated)	th	থ্	থমক	[thɔmok]	thigh শব্দে th
অল্পপ্রাণ (unaspirated)	d	দ্	দাম	[dɑm]	them শব্দে th
মহাপ্রাণ (aspirated)	dɦ	ধ্	ধারা	[dɦɑrɑ]	তুলনীয় ধ্বনি নেই
দন্তমূলীয় (alveolar)					
উষ্ম, শিস্ (fricative, sibilant)	s	স্	ইসলাম	[islɑm]	mass শব্দে ss
নাসিক্য (nasal)	n	ন্	নীলা	[nilɑ]	name শব্দে n
রণিত (trill)	r	র্	বিরাম	[birɑm]	very শব্দে r
পার্শ্বিক (lateral)	l	ল্	মালিনী	[mɑlini]	large শব্দে l

মূর্ধন্য (retroflex, cerebral)	ধ্বনিচিহ্ন	বাংলা ধ্বনি	বাংলা শব্দ	ধ্বনিলিপি	তুলনীয় ইংরেজি ধ্বনি
অল্পপ্রাণ (unaspirated)	ʈ	ট্	বট	[bɔʈ]	but শব্দে t
মহাপ্রাণ (aspirated)	ʈh	ঠ্	কাঠুরে	[kɑʈhure]	at home শব্দে t-h
অল্পপ্রাণ (unaspirated)	ɖ	ড্	ডুমুর	[ɖumur]	bad শব্দে d
মহাপ্রাণ (aspirated)	ɖɦ	ঢ্	ঢোল	[ɖɦol]	ad hoc শব্দে d-h
অল্পপ্রাণ, তাড়িত (unaspirated, flapped)	ɽ	ড়্	বড়	[bɔɽo]	তুলনীয় ধ্বনি নেই
মহাপ্রাণ, তাড়িত (aspirated, flapped)	ɽɦ	ঢ়্	দৃঢ়	[driɽɦo]	তুলনীয় ধ্বনি নেই

তালব্য (palatal)					
অল্পপ্রাণ (unaspirated)	c	চ্	মুচি	[muci]	much শব্দে ch
মহাপ্রাণ (aspirated)	ch	ছ্	ছাগল	[chɑgol]	much hope শব্দে ch-h
অল্পপ্রাণ (unaspirated)	ɟ	জ্	জল	[ɟɔl]	edge শব্দে dg
মহাপ্রাণ (aspirated)	ɟɦ	ঝ্	ঝাউ	[ɟɦɑŭ]	badge-hunt শব্দে dge-h
উষ্ম, শিস্ (fricative, sibilant)	ʃ	শ্	মশা	[mɔʃɑ]	shout শব্দে sh
			ষাট	[ʃɑʈ]	
			সময়	[ʃɔmɔĕ]	

কণ্ঠ্য (Velar)	ধ্বনিচিহ্ন	বাংলা ধ্বনি	বাংলা শব্দ	ধ্বনিলিপি	তুলনীয় ইংরেজি ধ্বনি
অল্পপ্রাণ (unaspirated)	k	ক্	কলম	[kɔlom]	shake শব্দে k
মহাপ্রাণ (aspirated)	kh	খ্	শাখা	[ʃakha]	shake-hand শব্দে kh-h
অল্পপ্রাণ (unaspirated)	g	গ্	গম	[gɔm]	beg শব্দে g
মহাপ্রাণ (aspirated)	gɦ	ঘ্	বাঘা	[bagɦa]	big hole শব্দে g-h
নাসিক্য (nasal)	ŋ	ঙ(ং)	শংকর	[ʃɔŋkɔr]	bang শব্দে ng
কণ্ঠনালীয় (gutteral)					
উষ্ম (fricative)	ɦ	হ্	মহান	[mɔɦan]	haste শব্দে h

গ. চারটি যুক্তব্যঞ্জনের বিশেষ চিহ্ন

cc	চ্চ্	বাচ্চা	[bacca]
cch	চ্ছ্	কচ্ছপ	[kɔcchop]
ɟɟ	জ্জ্	উজ্জ্বল	[uɟɟɔl]
ɟɟɦ	জ্ঝ্	কুজ্ঝটিকা	[kuɟɟɦoṭika]
		সহ্য	[ʃoɟɟɦo]

বাংলা হরফে উচ্চারণ-নির্দেশ সম্পর্কে বক্তব্য

(১) বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে পঁয়ত্রিশটি বর্ণ থাকলেও তার মধ্যে ঊনত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ এক-একটি ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যগুলির পৃথক বা সুনির্দিষ্ট উচ্চারণ নেই। এই অভিধানে বাংলা হরফে উচ্চারণ নির্দেশ করার সময় সেই ঊনত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণকে নেওয়া হয়েছে। এগুলি হল ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম র ল শ ষ স হ।

(২) তবে হস্-যুক্ত ঙ-র বদলে ং ব্যবহার করা হয়েছে এবং হস্-যুক্ত ত্-এর বদলে ৎ ব্যবহার করা হয়েছে।

(৩) বাংলায় শ্-ধ্বনিই বেশি। কিছু শব্দে, বিশেষত, ত-বর্গের সঙ্গে যুক্ত শব্দে স (s) ধ্বনি পাওয়া যায়। সাধারণভাবে মূর্ধন্য-ষ এর পৃথক ধ্বনি হিসাবে উচ্চারণ আধুনিক বাংলায় নেই। কেবল ট ও ঠ-র সঙ্গে যুক্ত হলে মূর্ধন্য-ষ এর উচ্চারণ পাওয়া যায়। যেহেতু ট ও ঠ মূর্ধন্য-ধ্বনি (retroflex), তাই তার অনুষঙ্গে শ-ধ্বনি কিছুটা মূর্ধন্যত্ব প্রাপ্ত হয়।

(৪) য়-কে ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকায় রাখা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি একটি অর্ধস্বর বা semi-vowel. এই অভিধানে অর্ধস্বর হিসাবে (ভয় = ভয়্) এবং য়-শ্রুতি (glide) বোঝাতে (ভয়াল = ভয়াল্) য় ব্যবহৃত হয়েছে।